পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কল্যাণ আবাস সমূহে ভর্ত্তির আবেদন পত্র

প্রত্যয়িত করা পাসপোর্ট মাপের ছবি লাগাতে হবে

মাননীয়,

অধিকর্তা
জনশিক্ষা প্রসার অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাধ্যম : জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক, ----------।

মহাশয় / মহাশয়া,

আমি শ্রী / শ্রীমতী ----------

গ্রাম / শহর ----------ডাকঘর: ----------

জেলা: ----------এর বাসিন্দা । আমি জানাচ্ছি যে, সাংসারিক অভাব এবং দুরবস্থার কারণে আমার পুত্র/কন্যা শ্রী/কুমারী ----------

----------কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কল্যাণ আবাস সমূহে ভর্ত্তি করে, তার শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে আমাকে বাধিত করবেন।

এই বিষয় সম্পর্কিত তথ্যগুলি নীচে আপনার অবগতির জন্য পেশ করছি :

১। আবেদনকারীর নাম : ----------

২। বালক/বালিকার সাথে আবেদনকারীর সম্পর্ক : ----------

৩। আবেদনকারীর ঠিকানা :

(ক) স্থায়ী : ----------

(খ) বর্তমান : ----------

৪। বালক/বালিকার নাম : ----------

৫। বালক/বালিকার পিতার নাম : ----------

৬। বালক/বালিকার মাতার নাম : ----------

৭। বালক/বালিকার আধার কার্ড- এর নম্বর (যদি থাকে) : ----------

৮। বালক/বালিকার সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট- এর নম্বর আই.এফ.এস.সি সহ (যদি থাকে) :

৯। পিতা/মাতার অবর্তমানে অভিভাবক/অভিভাবিকার নাম ও তাঁর সাথে বালক/বালিকার সম্পর্ক : ----------

১০। আবেদনকারী ও বালক/বালিকা কি ভারতের নাগরিক ? ----------

১১। বালক/বালিকার ধর্ম : ----------

১২। বালক/বালিকার জন্ম তারিখ : ----------

১৩। আবেদনের তারিখে বালক/বালিকার বয়স : ----------

১৪। বালক/বালিকার শিক্ষার মান : ----------

১৫। আবেদনকারীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিবরণ :

	সদস্যের নাম	বয়স	বালক/বালিকার সাথে সম্পর্ক	পেশা	বাৎসরিক আয়
(ক)					
(খ)					
(গ)					
(ঘ)					
(ঙ)					

ঘর ভাড়া ও অন্যান্য উৎস থেকে বাৎসরিক আয় :----------

পরিবারের সদস্যদের মোট বাৎসরিক আয় :----------

১৬। পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের জন্য কল্যাণ আবাসে ভর্ত্তির আবেদন করা হয়েছে কি ? হয়ে থাকলে, তার নাম ও আবেদন করার তারিখ : ----------

১৭। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন কোনো কল্যাণ আবাসে অন্য কোনো পুত্র/কন্যা ভর্ত্তি হয়েছে কি ? হয়ে থাকলে, সেই পুত্র/কন্যার নাম ও যে কল্যাণ আবাসে ভর্ত্তি হয়েছে, তার নাম ও ঠিকানা :

১৮। কল্যাণ আবাসে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করার কারণ : ----------

১৯। বালক/বালিকার কোন কল্যান আবাসে ভর্ত্তি হতে ইচ্ছুক, তার নাম ও ঠিকানা :

(ক) প্রথম পছন্দ : ----------

(খ) দ্বিতীয় পছন্দ : ----------

(গ) তৃতীয় পছন্দ : ----------

উপরিল্লিখিত বিবরণ সত্য । অসত্য প্রমাণিত হলে আবাসিক বালক/বালিকাকে ফেরৎ নিতে এবং উক্ত আবাসিকের জন্য সরকারী খরচের টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকব । আরও অঙ্গীকার করছি যে, ভর্ত্তির আদেশ পেলে কালবিলম্ব না করে পুত্র/কন্যাকে কল্যান আবাসে ভর্ত্তি করব।

তারিখ : ---------- আবেদনকারীর স্বাক্ষর / টিপ সহি

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/কাউন্সিলর/পৌরপতি/মেয়র এর মন্তব্য/সুপারিশ :

তারিখ : ---------- পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/কাউন্সিলর/পৌরপতি/মেয়র এর স্বাক্ষর ও শীল মোহর

তদন্তকারী আধিকারিকের মন্তব্য / সুপারিশ :

তারিখ : ---------- তদন্তকারী আধিকারিকের স্বাক্ষর ও শীল মোহর

জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিকের মন্তব্য / সুপারিশ :

তারিখ : ---------- জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিকের স্বাক্ষর ও শীল মোহর

: দ্রষ্টব্য :

১) বালক/বালিকাকে ৬ বছর বয়স থেকে কল্যান আবাসে রাখা যাবে।

২) আবেদন করার সময় বালক/বালিকার বয়স ১২ বছর বা তার কম হতে হবে।

৩) বালক/বালিকার বয়স ১৮ বছর বা উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যে কোন একটি হলে বালক/বালিকা কল্যান আবাস থেকে চলে যাবে।

৪) বালক/বালিকা পর পর ২ বছর বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে, কল্যান আবাস ছেড়ে চলে যাবে।

৫) বালক/বালিকার বয়সের প্রমাণের জন্য জন্ম শংসাপত্র / বিদ্যালয়ের শংসাপত্র / আধার কার্ড এর প্রত্যয়িত নকল জমা দিতে হবে।

৬) আবেদন পত্রের সাথে বালক/বালিকার বর্তমানে তোলা দুটি পাসপোর্ট মাপের ছবি দিতে হবে এবং প্রত্যেক ছবির উপরে নাম লিখে প্রত্যয়িত করে দিতে হবে ।

৭) বালক/বালিকার পিতামাতা অসুস্থতার কারণে আয় করতে অক্ষম হলে, সেই মর্মে সরকারী ডাক্তারের শংসাপত্র দিতে হবে ।

৮) বালক/বালিকা ও তার পিতামাতা যে ভারতের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা এবং বাৎসরিক আয়ের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/কাউন্সিলর/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/পৌরপতি/মেয়র এর শংসাপত্র দিতে হবে । বাৎসরিক পারিবারিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা ১,২০,০০০/- (১ লক্ষ ২০ হাজার) টাকা ।

৯) বালক/বালিকাকে কল্যান আবাসে ভর্ত্তির জন্য পিতাকেই আবেদন করতে হবে। পিতার অবর্তমানে মাতা এবং পিতামাতার অবর্তমানে নিকট আত্মীয়/আত্মীয়াকে আবেদন করতে হবে। পিতামাতার অবর্তমানে অভিভাবকত্বের প্রমানপত্র হিসেবে আদালত/গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/পৌরপতি/মেয়র এর শংসাপত্র দিতে হবে ।

১০) আবেদনকারী টিপসহি দিলে আবেদনকারীর নাম ও সনাক্তকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

১১) স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হলে বা স্বামী পরিত্যক্তা হলে তার প্রমানপত্র হিসেবে আদালত/গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/পৌরপতি/মেয়র এর শংসাপত্র দিতে হবে ।

১২) আবেদনপত্রের সঙ্গে যে সকল প্রমানপত্র/শংসাপত্র জমা দিবেন তা আসল না হলে প্রত্যয়িত নকল জমা দিতে হবে।

১৩) সর্বাধিক দুটি সন্তানের জন্য আবেদন করা যাবে।

১৪) আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিস বা জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিকের অফিসে জমা দিতে হবে।

-: :-